ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৬ ...

প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই পাঠ্যসূচি চালু করার সুপারিশ

ধর্ম শিক্ষার বদলে নৈতিক শিক্ষা পড়ানো উচিত ❑ শিক্ষানীতির ওপর সেমিনার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর পর্যালোচনা শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর (১ম-৮ম শ্রেণী) কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা নির্বিশেষে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই পাঠ্যসূচি চালু করার সুপারিশ করেছেন। সুপারিশমালায় বলা হয়, এ পর্যায়ে কোনো ধর্ম শিক্ষা না পড়িয়ে শুধু নৈতিক শিক্ষা পড়ানো উচিত।

বর্তমান শিক্ষানীতিতে '৭২-এর সংবিধান বর্ণিত চার মৌলনীতির পরিপন্থী নীতি গ্রহণ করা হয়েছে বলেও বক্তারা সেমিনারে উল্লেখ করেন।

মতিঝিলস্থ সেনাকল্যাণ ভবন মিলনায়তনে গতকাল বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ও বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভার সুপারিশমালায় বলা হয়, বর্তমান শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকার বিধান করে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে বাতিল করা হয়েছে।

সুপারিশমালায় বলা হয়, এর ফলে '৭৫ পরবর্তী সামরিক ফরমানসমূহ, বিশেষত মজিদ খান কমিশনের মাধ্যমে সূচিত সাম্প্রদায়িকতাকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

গৃহীত নয়টি সুপারিশমালার মধ্যে আরো বলা হয়, সাধারণ শিক্ষা উপব্যবস্থা এবং ভোকেশনাল শিক্ষা উপব্যবস্থার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা উপব্যবস্থাকে সমমানের গণ্য করার ফলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শেষোক্ত ধারার প্রবেশ অবাধ হবে, ফলে শিক্ষার মানের অবনতি হতে পারে।

হেনা দাসের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ম. আখতারুজ্জামান, খুরশীদ আলম, ড. মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী প্রমুখ।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য থাকার ফলে কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অসমতা সৃষ্টি হচ্ছে। যা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর।

সভাপতির বক্তব্যে হেনা দাস বলেন, বর্তমান শিক্ষানীতিতে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। বর্তমান শিক্ষানীতির অর্থায়নের নীতির ব্যাপারে তিনি বলেন, এই নীতির ফলে ধনী-বিত্তশালীরাই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে, গরিবরা সেই সুযোগ পাবে না।

বর্তমান শিক্ষানীতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, এই শিক্ষানীতি ঔপনিবেশিক আমলের পশ্চাৎপদ চিন্তাচেতনা দ্বারা আচ্ছন্ন। তবে, বিজ্ঞান শিক্ষা, নারী শিক্ষা, শিক্ষকদের অধিকার বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু প্রগতিশীল সুপারিশও বর্তমান শিক্ষানীতিতে রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ম. আখতারুজ্জামান তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ করার বদলে সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট করার সুপারিশ করে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে পশ্চাদমুখী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।